'প্রেম ও প্রতিমা'র কবিতাগুলি আমি পড়েছি ও পড়ে' বিশেষ আনন্দলাভ করেছি। একঘেয়ে মামুলি ধরণের কবিতা পড়ে' যাঁরা বিরক্ত ও ক্লান্ত হয়েছেন, 'প্রেম ও প্রতিমা' তাঁদের কাছে এক বিস্ময়কর নূতন জগতের অবতারণা করবে। প্রত্যেক কবিতাটি ভাবে, ভাষায়, পদ-লালিত্যে, শব্দ-বৈচিত্র্যে, ছন্দোমাধুর্য্যে ও রসগরিমায় অনবদ্য ও সুসংবদ্ধ। কবির প্রকাশভঙ্গীও বেশ হৃদয়-গ্রাহী। ফলে, রচনাগুলির রসমাধুরী ঘনীভূত হ'য়ে যে অনেক উচ্চগ্রামে গিয়ে ঠেকেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

আগে কবিতার যে ঠাট ছিলো, এখন তা অনেক বদলে গেছে।

'মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্॥'

এ গোছের কবিতায় এখন আর রসপিপাসা মিটে না। রসের আস্বাদন-বৈচিত্রী যেখানে প্রাণের গভীর অনুভূতির সঙ্গে যোগ রক্ষা করে' গড়ে' ওঠে, সেখানে তা'র প্রতি স্পন্দন মনের কোনও না কোনও তন্ত্রীতে ঝঙ্কার দিয়ে বেদনা জাগিয়ে তোলে। যতক্ষণ সেই বেদনা প্রাণের নিকষে সোণালি আভায় ফুটে না ওঠে, ততক্ষণ আমরা তাকে রসসৃষ্টির প্রচেষ্টা বলে' অভিনন্দন করতে পারিনে। স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ রমেশচন্দ্রের কবিতাধারায় অনুভূতির সেই বেদনাটি বিশিষ্টরূপে জাগায় ও সেইজন্য তা'র কবিতা আমার ভালো লাগে। তৃষাতুর মনের একটি নিবিড় আবেগ সমগ্র হ'য়ে তা'র কাব্যে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। রমেশচন্দ্রের কবিতা প্রাণে সত্যিকারের রসসঞ্চার করে।

—অধ্যাপক

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম-এ

প্রেম ও প্রতিম

শ্রীরমেশচন্দ্র দাস
প্রণী

What of Rafael's sonnets, Dante's picture ?
This : no artist lives and loves, that longs r
Once, and only once, and for one only......
I shall never, in the years remaining,
Paint you pictures, no, nor carve you statues,
Make you music that should all-express me ;
So it seems : I stand on my attainment,—
This of verse alone, one life allows me ;
Verse and nothing else have I to give you.
Other heights in other lives, God willing :
All the gifts from all the heights, your own, Love !

R. Browning.

এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স
কলিকাতা

প্রকাশক :
শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার, বি-এ
এম্, সি, সরকার এণ্ড সন্স্ লিঃ
১৫, কলেজ স্কোয়ার,
কলিকাতা

প্র থ ম স ং স্ক র ণ
ফাল্গুন, ১৩৪০
মার্চ্চ, ১৯৩৪

দা ম এ ক টা কা

প্রিণ্টার :
শ্রীশশধর ভট্টাচার্য্য
মাসপয়লা প্রেস
৯০।৩ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা

সুকবি শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

বন্ধুবরেষু

১২. ৩. ৩৪.

শ্রীরমেশচন্দ্র দাস

এই বইয়ের কবিতাগুলি প্রবাসী, বিচিত্রা, এবং অধুনালুপ্ত ভারতী, বঙ্গবাণী প্রভৃতি মাসিক পত্রিকা হইতে সম্পাদকদের অনুমতিক্রমে পুনর্মুদ্রিত হইল

সূচীপত্র

তৃষিত যৌবন

কাল রাতে দেখিনু স্বপন,
নিখিলের ঘরে ঘরে উঠেছে ক্রন্দন !
বিশ্ব ভরি' যতো প্রেম ছিল ঘরে ঘরে,
আজ তাহা নাহি কিছু প্রিয়জন তরে।

শ্যামল ক্ষেতের পারে বনান্তের তীরে,
ছিল যতো রূপ-ক্ষুধা কুটীরে কুটীরে,
আজ যেন নাহি কিছু। উঠানের মাঝে,
যে পুষ্প উঠিত ফুটি' ফুল্ল-স্নিগ্ধ লাজে
প্রতিটি সন্ধ্যায়,—নিরানন্দ মূর্চ্ছাহত
আজি তাহা,—আর যেন আগেকার মতো
প্রেম-তৃষা রূপ-ক্ষুধা তুলে নাহি ধরে
কৃষকের গৃহলক্ষ্মী বধূর অন্তরে।

বসন্তের উচ্ছ্বলিত পবন-হিল্লোলে
মৃদুমন্দ মর্ম্মরিত পল্লবের কোলে
কুহুরব বেজে ওঠে,—সেই কুহুতানে
সরম-সঙ্কোচ-নত কিশোরী-নয়ানে
চঞ্চলতা জাগে নাকো। ধরণীর পরে
সর্ব্ব ক্ষুধা শ্রান্ত ক্লান্ত চিরদিন তরে

প্রে ম ও প্র তি মা

আকাশে বাতাসে যেন ভরি' চারিধার—
অতৃপ্ত প্রেমের তৃষা, শুধু হাহাকার,
হৃদয়ের কান্না শুধু। মানবের মন
সারাটি ভুবন ফিরে হেন রত্ন ধন
খুঁজে খুঁজে পায় নাকো আজ,—যাহা ল'য়ে
পূর্ণ-মনে যেতে পারে প্রিয়ার আলয়ে।
হেন ভাষা পায় নাকো, ল'য়ে যেই সুর
ব্যক্ত ক'রে দিতে পারে নিজ ভারাতুর
হৃদয়ের লক্ষ কথা।
ব্যাকুল নয়নে,
বসন্তের অপরাহ্ণে মুক্ত বাতায়নে
বসিয়া রয়েছে প্রিয়া ; সুরভি বাতাস
নিঃশব্দে নিতেছে কাড়ি' প্রতিটি নিশ্বাস
সঙ্গীতের তালে তালে। মূর্চ্ছনার সম
নীলাম্বরী শাড়ী খানি মুগ্ধ নিরুপম
অচঞ্চল তনুখানি করিয়া বেষ্টন
একপাশে পড়েছে ঘুরিয়া। সুদর্শন
তরঙ্গিত এলোচুল পিঠে ফেলা তার ;—
মৌন কোন্ দৈন্য-স্পর্শে স্তব্ধ চারিধার।

প্রিয়া যেন প্রাণহীন সোনার প্রতিমা,
ধূর্জ্জটী-ধেয়ানমগ্ন,—অপূর্ব্ব মহিমা
স্তব্ধ মুখে, ম্লান চোখে। সর্ব্ব অঙ্গে তার
ধ্যান-ক্ষীণ কান্তি যেন তাপসী উমার।
মমতা-মাখানো দু'টি কালো আঁখি তলে
নবীন বর্ষার যেন কালো আলো জ্বলে ;—

তৃ ষি ত যৌ ব ন

মনে হয়, তার সেই কালো ছুটি চোখে
আমার অস্তিত্বটুকু লুপ্ত যেন শোকে,
লুপ্ত যেন মোর এই জীবনের গতি।

অঞ্চলের প্রান্ত হ'তে স্বর্ণস্তনজ্যোতি
দেখা যায় ক্ষীণতম আভাসের মতো,
পাতার আড়ালে ছু'টি গোলাপ আনত,
ছু'টি যেন পূর্ণিমার সুগোল সুষমা,—
জ্যোতিঃশতদল !—যা'র নাহিক উপমা
অমর্ত্ত্যলোকেও।

আমি তার পার্শ্বদেশে
ধীরে ধীরে যাইনু উঠিয়া। অনিমেষে,
অনিন্দিত মুখপানে রহিলাম চাহি'
আবেগ-উচ্ছ্বাসভরে ;—যেন কিছু নাহি
হৃদয়ের কথা বলিবার ; স্তব্ধ হ'য়ে
বক্ষমাঝে শুধু মোর আপনারে ল'য়ে
রহিলাম বসি'।—হৃদয়ের লক্ষ কথা,
প্রণয়ের উদ্বেলিত শত মুখরতা,
আজ যেন শান্ত মৌন সবে।—সাধ মনে,
রক্তিম-প্রণয়-ভরা সহস্র চুম্বনে,

অন্তরের অন্তহীন বিশ্বাসের ভরে
আপনার সব-টুকু তার দু'টি করে
উজাড় করিয়া দিতে। আজ কিছু নাই
প্রকাণ্ড এ বিশ্ব-মাঝে ; খুঁজে নাহি পাই
প্রণয়ের কোনো কথা ; বিশ্ব যেন আজ
লাবণ্যের প্রেতমূর্ত্তি রিক্ত-শূন্য সাজ।

মোর চিরদিবসের ছিল যেই প্রিয়া,
আজ যেন মনে হয় গেছে সে চলিয়া।
সেই হাসি, সেই সুর, চঞ্চলতা সেই,
অঙ্গে অঙ্গে ছন্দ-নৃত্য আর যেন নেই
মোর আজিকার এই তরুণ প্রিয়ার
সর্ব্ব দেহ-মনে। কী গম্ভীর দেহভার
তার সেই অনিন্দিত তনুখানি আজ
রেখেছে বেষ্টন করি'। নাহি সেই সাজ
প্রতিক্ষণে নিত্য নব, পরে আর খোলে
দিনে শতবার ; নাহি কথা সন্ধ্যা হ'লে,
নাহি সেই পূর্ব্বকার মান অভিমান,
নিশীথের ছল-ভরা সেই নিদ্রাভাণ,
নাহি সে চুম্বন-স্পৃহা অধরে তাহার,

তরল তনুটি ভরা সুরভি-সম্ভার ;
নাহি আর পূর্ব্বকার সেই ছেলেখেলা।

—মনে হয় প্রিয়া মোর বড়ই একেলা
এই দীন মর্ত্ত্যঘরে। অবনত মুখে
স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রয় আমার সম্মুখে।
নিশীথের সুপ্তিসম চোখ, মুখ, চুল
নিদ্রালস ; সর্ব্বতনু বিষাদ ব্যাকুল ;
সর্ব্বাঙ্গে মিনতি মাখা। দীনহীন হ'য়ে
কেমনে বাঁচিয়া থাকে মানব-আলয়ে
প্রিয়-হারা প্রিয়া মোর ? ধরণীর ঘরে
নাহি প্রেম ভালোবাসা মানবের তরে।
তার সে হৃদয়মাঝে নাহি হেন বাণী,
যাহা ল'য়ে ব্যক্ত করে নিজ প্রেমখানি
নিজ প্রিয়া পাশে !
সমস্ত আকাশ
মানবের দুঃখে দুখী ফেলিছে নিশ্বাস।
মর্ত্ত্য-ঘরে অহর্নিশ করিছে ক্রন্দন
মর্ত্ত্যবাসীদের যতো তৃষিত যৌবন

বিলাস-পরিচয়

তোমার সোনার অঙ্গে এত লজ্জা সরম ভয়,
সকল অঙ্গ দেয় যে তবু বিলাস পরিচয় !
তোমার সিঁথির সিঁদূর রেখা,
নিবিড় অনুরাগের লেখা,
তোমার শাড়ীর আঁচল-দোলায় ফাগুন হাওয়া বয়,
সকল অঙ্গ দেয় যে তোমার বিলাস পরিচয়।

তোমার তরুণ তনু-লতায় কতই বাণী জাগে,
তোমার রাঙা শাড়ী খানি লাল যে অনুরাগে ;
পান-খাওয়া-লাল পাত্‌লা ঠোঁটে
বাসর রাতের ছন্দ ফোটে,
জোড়া-ভুরুর মাঝখানে টিপ্‌ আগুন জ্বেলেই রয়,
সকল অঙ্গ দেয় যে তোমার বিলাস পরিচয়।

আল্‌গা চুড়ির রিনিক্‌-ঝিনি দেয় কত সংবাদ,
গৃহকর্ম্মের ফাঁকে ফাঁকে ঘটায় পরমাদ।
তোমার সলাজ ডাগর আঁখি,
হাতছানি দেয় থাকি থাকি,
আমায় দেখে যায় যে বেধে তোমার চরণদ্বয়,
সকল অঙ্গ দেয় যে তোমার বিলাস পরিচয়।

বিলাস পরিচয়

তোমার ঘাড়ের পিছন্‌দিকের দু'চার উড়ো চুল,
নয়তো খোঁপা, নয়তো বেণী, তবু্ও ঢুলঢুল।
যতই টানো বুকের আঁচল,
বুক যে তোমার ততই উচল,
ঢাকৃতে গিয়ে জানিয়ে দিলে এই লাগে বিস্ময়,
সকল কর্ম্ম দেয় যে তোমার বিলাস পরিচয়

মাথার কাঁটা, ফুল-চিরুণী ছোটায় অনলকণা,
তোমার গলার সাত্‌নরী-হার জৌলসে যৌবনা।
আঁচলে ঐ চাবির-গোছায়,
চরণ-তলে আল্‌তা-মোছায়,
তোমার শাড়ীর ভাঁজে ভাঁজে আনন্দ-দুর্জ্জয়।
সকল অঙ্গ দেয় যে তোমার বিলাস পরিচয়।

চুলটি বাঁধো বৈকালে সই, আরসি খানি পাতি',
তখন মনে জাগে না কি মধুর কতো রাতি ?
যখন তুমি সন্ধ্যা-ক্ষণে,
বিছ্‌না পাতো আপন মনে,
তখন তোমার হৃদয়-কোণে কিসের অভিনয় ?
সকল কর্ম্ম দেয় যে তোমার বিলাস পরিচয়।

যতই তুমি সাবধানেতে চলা-ফেরা করো,
তোমার মনের অজানাতেই নিজেই ধরা পড়ো ;
তোমার নীরব দেহ-লতা,
জানায় তোমার মনের কথা,
চুপ ক'রে সই, ব'সে থাকো, চুপ করা সে নয়,
তোমার মনের সাত্-মহলের দাও যে পরিচয়।

ঘর-শত্রু তোমার ঘরে রয় যে রূপোন্মাদ,
আয়না-সমান কবির মনে পাতা তোমার ফাঁদ ;
যতই তুমি এড়িয়ে চলো,
তোমায় তুমি বাড়িয়ে তোলো,
আব্রু বেশী ঢাক্‌তে গিয়ে আব্রু তোমার ক্ষয়।
সকল কর্ম্ম দেয় যে তোমার বিলাস পরিচয়

আল্‌গা খোঁপা যখন তোমার হঠাৎ খুলে পড়ে,
দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে তা নাও দাঁতে আঁচল ধ'রে ;—
সামান্য এই কাজটী নিয়ে,
মন যে আমার দাও রাঙিয়ে,
এই টুকুতেই টলিয়ে দে' যাও, মন যে কেমন হয়।
সকল কর্ম্ম দেয় যে তোমার বিলাস পরিচয়।

মুখে তুমি আঁচল চেপে জানাও নিরন্তর—
তোমার এমন সোনার দেহ, সোনার কলেবর ;
সোনার বুকে রাঙা কমল,
টস্‌টসে ঠোঁট্‌ বাঁকা পিছল ;
সোনার দেহের ফুলদানিতে মাধুরী-বিস্ময়,—
মুখে তুমি আঁচল চেপে জানাও সমুদয় ।

জীবন তোমার স্নিগ্ধ-শুচি লজ্জাটুকু নিয়ে,
কী রহস্য জানাও তুমি তার-ই আড়াল দিয়ে ;
সর্ব্বাঙ্গে দাও আঁচল টানি,
দেখ্‌তে যা পাই একটু খানি,
সেই টুকুতেই তোমার দেহের পাই যে পরিচয়,
তোমার দেহের সকল খবর সেই-টুকুতেই কয় ।

ওগো রাণী, নিজেই তুমি জানো নাকো হায়,
তোমার দেহের জ্বালায় তুমি কতই অসহায় ।
তোমার চলন, বসা, দাঁড়া,
যৌবনেরি দেয় যে সাড়া,
ছলা-কলার প্যাঁচ শেখ'নি নিঃশঙ্ক নির্ভয় !
সকল অঙ্গ দেয় যে তোমার বিলাস পরিচয় ।

বুকের রক্ত ক্ষীর হয় যবে

বুকের রক্ত ক্ষীর হ'য়ে যবে ওঠেগো নিমেষ মাঝে,
তরুণীর বুক ভরি' ওঠে যবে মাতৃহৃদয়-লাজে,
মনের দেহের সেই বসন্ত, যৌবন-মধু-মাসে,
পূর্ণ-কাতর বুকের পাঁজর ফুল ফুটে ভরে' আসে।

স্নেহ দিয়ে যবে উছলিয়া পড়ে প্রেমের পেয়ালাখানি,
স্বর্গলোকের শিশু-দূত করে তা'র সাথে কানাকানি,—
ধরণীর বুকে ঈর্ষা জাগায় গরবীর অভিমানে,
হাজার মুকুল ঝরে' শুধু পড়ে চাহি' তার মুখপানে।

অজাত শিশুর আসার স্বপনে মা'র মন যবে ফোটে,
সাহারার বুক তখনি কেবল ফুলিয়া ফুলিয়া ওঠে ;
তখনি কেবল বালুকার দল ব্যর্থ-জীবন তরে,
রাগিয়া কাঁদিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়িয়া উড়িয়া মরে।

ক্ষণে ক্ষণে যা'র চমকিত তনু আশা-সন্দেহ ভরে,
সাহসিকা কোন্ দয়িতের সনে মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করে ;
এখনো-অজানা সেই হাসি ভরা স্বপনেতে দেখা মুখ,
ঘুরে ফিরে আসে—জেগে ওঠে শুধু হৃদয়ের চাপা ভুখ্।

বুকের রক্তক্ষীর হয় যবে

যেদিন নিমেষে বুকের রুধির সুধা হ'য়ে স্তনে ঝরে,
বিরহ-বিধুর আকাশ সেদিন কাঁদিয়া কাটিয়া মরে ;
বিশ্বে সেদিন সে কি হাহাকার বাতাসে বাতাসে ওঠে,
অপরিচয়ের পরিচয় লাগি' মা'র মন যবে ফোটে !

তরুণী-কিশোরী,—কতো লাজ ভয় তাহার হৃদয়-তলে,
এখনো বোঝেনি এখনো শেখেনি প্রণয় কাহারে বলে ;
দয়িতের ঘরে সে-ই তার সব, সে-ই বধূ, সে-ই রাণী,
তবুও তাহার উথলে সরম করিবারে কানাকানি ।

দয়িত যখন মিলন-আশায় মুখটি তুলিয়া ধরে,
নীরব নিশীথে এখনো তাহার বুক দুরুদুরু করে ;
বেশী কিছু নয়, একটি মধুর চুম্বন লভি' ঠোঁটে,—
বাহুর পীড়নে এখনো তাহার অঙ্গ শিহরি' ওঠে

লজ্জায় ঢাকা খুকিটি এখনো, ভয়-কম্পিত হিয়া,—
চায় কভু হ'তে, চায় নাকো পুনঃ সে-ই বধূ, সে-ই প্রিয়া ;
যৌবন তা'র বাঁধিয়া রেখেছে,—তাহারি আড়ালে রহি'
চায় যেন কা'রে হৃদয় ভরিয়া মরণ-বেদনা বহি' ।

এত প্রেম তা'র, এত ভালোবাসা, এত যে অধর-সুধা,
উঠিতে বসিতে হয়েছে নাকাল,—মিটেছে কি তা'র ক্ষুধা ?
এত যে নিভৃত অতুল সোহাগ, পরাণ হাঁপায়ে ওঠে,
তবুও একেলা,—চায় যেন কা'রে, কা'র পানে মন ছোটে !

চুমার ভিখারী দয়িত তাহার তা'রে শুধু একা পেয়ে,
নির্ম্মম ভাবে দেয় শুধু লাজ, সরম ধরেনা দেহে।
চায় যেন কা'রে বন্ধু-দোসর, তাহারা হইবে দু'টি,
তাই এ ক'দিন তার-ই পথ চেয়ে হৃদয় উঠেছে ফুটি'।

ভালোবাসা মাঝে এতদিন সে যে ছিল যে বড়ই একা,
হঠাৎ সে-দিন স্বর্গীয় দূত তাহারে দিয়েছে দেখা ;
অতি নির্ম্মল সুন্দর সে যে,—চতুর্দ্দশীর শশী,
সাথী হ'য়ে তা'র দেছে তা'রে দেখা মানব-ভবনে পশি'।

সারা ভুবনের হাসি-ভরা মুখ আজি তা'র ক্রোড় 'পরে,
মেটে নাকো আশা যতবার দেখে অতুল সোহাগ ভরে ;
সেই লাজ ভয়, সেই আকুলতা আর নাই তা'র মুখে,
আজিকে তাহার সারাটি হৃদয় বিভোল স্বপন-সুখে।

ভরা-দুপুরের উগ্র বাতাস আসিতেছে থাকি থাকি,
এখনো ঘরেতে,—বাহিরের কাজ রয়েছে সকলি বাকি ;
বেলা বুঝি যায় !—আজ কিছু নয়, কেবল হৃদয় ভরি'
লইবে আজিকে তা'রা তিনজন সব বোঝাবুঝি করি'

বাঁধন আজিকে বাঁধে নিকো বাসা তাহার তনুটি 'পরে,
খোঁপা অগোছালো, মাথার আঁচল কেবল খসিয়া পড়ে ;
সেমিজ আজিকে ভেজে নাকো ঘামে, ব্লাউজ নাহিকো গায়ে,
উদাসী বাতাস তনুর রেখায় মরিবারে যেন চাহে !

বুকের রক্ত ক্ষীর হয় যবে

পাষাণ হইয়া এতদিন যাহা ছিলো দুরন্ত প্রেমে,
দেহের তুষার গ'লে গিয়ে আজ জল হ'য়ে এলো নেমে ;
খোকারে তাহার কখনো কোলেতে, বক্ষে কখনো টানে,
চুমা পরে চুমা খায় চোখে মুখে, চায় দয়িতের পানে।

খোকার হাসিটি ছোপ মেরে দেয় তাহার দু'খানি ঠোঁটে,
ধার-করা সে-ই হাসি-মাখা-চোখ দয়িতের পানে ছোটে ;
চায় যেন আজ খুলিয়া বলিতে—ভয় আজি কা'র তরে,
সেই-দিবসের খুকিটি যদিও,—আর সে কাহারে ডরে ?

চাহি' দোঁহা-পানে ভাবে শুধু আজ—দেবতা কাহারে করে,
দেবতার পাশে লোকে মাগে যাহা সকলি তাহার ঘরে ;
পিয়াসী বুকের যত রূপ-ক্ষুধা আজিকে তাহার দ্বারে,
ফুটিছে টুটিছে আবার ফুটিছে সঙ্গীত-ঝঙ্কারে !

এ কি প্রেম শুধু ? এ কি তর্পণ ? এ কি তৃষা ? এ কি ক্ষুধা ?
পলকে পলকে এই যে পুলক, এই কি অমৃত-সুধা ?
দেবতা উপরে,—তাঁহারে টানিয়া বসানো মানব ঘরে,
মানবের সাথে একাসন করা—এত পাপ কোথা ধরে ?

সারা শরীরের শোণিতের দল সুধার আকারে জাগি'
যেদিন বক্ষে উঠিল জমিয়া আরেক জীবন লাগি',—
জগৎ জুড়িয়া সে কী সঙ্গীত মানবের ঘরে ঘরে,
দেবতা ভাবিছে স্বর্গে বসিয়া—এত সুখ কোথা ধরে ?

রাত-ভিখারী

রাত-ভিখারীর কান্না ওঠে গলির মাঝে ওই,
বিজন-পথে নাই কোন জন রাত-ভিখারী বই।
আঁধার-কুটিল রাস্তা হ'তে,
কান্না ওঠে করুণ স্রোতে,—
সেই সুরেতে মন যে কাঁদে, উদাস হয়ে রই।
রাত-ভিখারীর কান্না শুনি গলির মাঝে ওই।

রাত-ভিখারী চল্‌ছে কেঁদে,—গাইছে কত গান,
কাঁকর-কুচি পাষাণ-আঁটা, কাঁদে পথের প্রাণ
চল্‌ছে কেঁদে আপন মনে,
ব্যথা শোনায় জনে জনে ;
ঘরে ঘরে রুদ্ধ দুয়ার,—নেই কিছু আজ দান
পথের উপর যায় যে বহে এক্‌লা দুখের বান !

দিনের আলোয় খঞ্জ, কালা, কুষ্ঠরুগী আর—
অলি-গলির মোড়ে মোড়ে দেখি হাজার বার ;
তাদের করুণ কান্নাকাটি
শুনি, তবু কান না পাতি ;
মৰ্ম্ম বুঝি রাত-ভিখারীর গভীর বেদনার।
চোখের কোণে উপ্‌ছে ওঠে অশ্রু-পারাবার !

রা ত - ভি খা রী

ওদের কি গো নেই বেরুতে দিন-তুপুরের মাঝ ?
দিল্-তুনিয়ায় এ যে রে ভাই সৃষ্টিছাড়া কাজ !
কাঁদ্‌তে ওদের এম্‌নি ক'রে,
কে শেখালো ? কি মন্তরে ?
আঁধার রাতি ক্ষণে ক্ষণে ককিয়ে ওঠে আজ !
কেউ দেখেছে এমন ধারা দিল্-তুনিয়ার মাঝ ?

রাত্রি যখন নিদ্রা-মগন, রুদ্ধ সকল ঘর,
রাত-ভিখারী বাহির হ'ল তখন পথের 'পর !
দিনের হাটের এত শেষে,
বাহির হ'ল কি উদ্দেশে ?
কান্না শুনে ভিক্ষা দিতে ভোলে যে অন্তর।
আঁধার-পথের পথিক যে-জন কোন্‌খানে তা'র ভর ?

দিন্-ভিখারী দিনের আলোয় ভিক্ষা হাঁকে হায়,
রাত-ভিখারী কান্না শোনায় বিজন-বেদনায়।
কণ্ঠ কাঁদে ভিক্ষা-ছলে,
ভাসায় সবায় চোখের জলে ;
আদিম যুগের মনের কথা পথে-পথেই গায়।
হারিয়ে-যাওয়ার বেদন-বাণী ওই যে শোনা যায় !

হারিয়ে-যাওয়ার নীরব বাণী শুনে যে চম্‌কাই,
দো-তলার এই ঘরে শুয়ে উদাস হ'য়ে যাই।
ধরণী কা'র প্রতীক্ষাতে
ঠায় দাঁড়িয়ে নিঝুম রাতে,
হাত বাড়িয়ে নেবে তুলে—প্রহর গণি তাই।
আপন ব'লে আঁক্‌ড়ে ধরি—নাই কিছু আজ নাই!

বেদন-বুকের গুমোট্‌ ভাষায় ওই ডাকে ফের শোন্‌,
কান্না অতো শোনায় কা'রে? পথ আজি নির্জ্জন!
আমার ঘরের জান্‌লা-তলায়
কান্না ওঠে,—মন যে গলায়;
ব্যথার চেয়ে ভয় যে কেমন ভরিয়ে তোলে মন।
শূন্য-পথের একলা পথিক ওই কাঁদে ফের শোন্‌।

ভাব্‌ছি শুয়ে,—এই সড়কে চলি তো দিনরাত,
কতই চেনা—শতেক কাজে কতই যাতায়াত।
তবু ভাবি আজকে রাতে,
রাত-ভিখারীর কান্না সাথে
পথের উপর কী ভয়ানক মরণ-ছায়াপাত!
দু' পাশের দুই বাড়ীর মাঝে শ্মশান অকস্মাৎ!

গৃহবাসীর গোপন সুখে সাধ্‌লো কে রে বাদ ?
মুখর বধূর মুখ থেমে যায়—মরণ-অবসাদ !
কাহার করুণ আর্ত্তনাদে
ঘরের পাষাণ দেওয়াল কাঁদে ?
জমাট্‌-বাঁধন্‌ পাথর নড়ে !—এ কী আর্ত্তনাদ !
ভাঙ্‌লো আজি মুখর বধূর রাত্রি-জাগার সাধ ।

পূর্ণিমা-রাত, একাদশী,—আজ্‌কে তিথি কোন্‌ ?
এই তিথিতেই বাহির হ'বে, এ যে ভীষণ পণ !
ভাবি,—যেন, ওর ঐ সুরে
চলে' গেছি অনেক দূরে,
অনেক-দেখা পথের শেষে কোন্‌ সে অদর্শন ?
সকল গানের শেষের কলি—বুকভাঙা বেদন !

রাত-ভিখারীর রাত-কাঁপানো ঐ যে করুণ ভাষ,-
অনন্তেরি গোপন দুখের বেদন-পরকাশ ।
জাগিয়ে তোলে এই পৃথিবীর
চির-যুগের কান্না গভীর !
জাগিয়ে তোলে ব্যথিত্‌ বুকের মৌন ইতিহাস,
রাত-ভিখারীর রাত-কাঁপানো ঐ যে করুণ ভাষ !

সহসা প্রভাতে আজ

সহসা প্রভাতে আজ হেরিনু প্রিয়ারে,
মনে হ'ল কতদিন দেখি নাই তা'রে
আপন হৃদয়-মাঝে। খেয়ালের ভরে
দেখিলাম চাহি' আজ সমস্ত অন্তরে
প্রেয়সীর মুখপানে ; নির্ব্বাক নীরবে
রহিনু বসিয়া ;—মনে হ'ল—যেন কবে
যুগান্তের সেই পূর্ব্ব প্রথম প্রভাতে
পেয়েছিনু তারে। সেই হ'তে তা'রি সাথে
সুখে-দুঃখে করিয়াছি ঘর ;—প্রতিদিন
কতো কাছে পেয়েছি তাহারে ; নিদ্রাহীন
কতো রাত্রি কাটায়েছি এই প্রিয়া সনে
কতো সমারোহে। তবু আজ ভাবি মনে
কোন্ সে রহস্যময়ী চির-সঙ্গোপনে
রেখেছে প্রিয়ারে ঢাকি' রহস্য-বেষ্টনে।

তুমি এসে জানাইলে মোরে

আজ শুধু এই কথা মোর মনে জাগে,
আমাদের সেই শুভ মিলনের আগে,
কোথা ছিলে তুমি আর কোথা ছিনু আমি ?
কোন্ কাজে মগ্ন হ'য়ে ছিনু দিবা-যামি ?
—কিছু না ভাবিয়া পাই ! অন্তরের পানে
একটী দিনের তরে সে-অর্থ সন্ধানে
চেয়ে কভু দেখি নাই। আজি বারবার
আমাদের মিলনের সেই পূর্ব্বকার
ভাবিয়া দেখিতে চাই সেই দিনগুলি,—
বৃথা চেষ্টা,—সব যেন গেছি আজ ভুলি' !
মিলনের আগে যেন ছিল নাকো 'আমি',
মোর এ অস্তিত্বটুকু যায় সেথা থামি'।
তুমি এলে,—তুমি এসে জানাইলে মোরে
আমার দিবসগুলি সচেতন ক'রে।

তোমার প্রণয়

আমারে বেসেছ ভালো জানি আমি জানি,
আমার লাগিয়া শুধু তব প্রেমখানি।
আমারে চিনেছ শুধু, জেনেছ আমারে ;
অন্তরের দিক হ'তে আমার মাঝারে
পেয়েছ যে একমাত্র সত্যের সন্ধান,—
এ-ও জানি আমি। আমারে করেছ দান
ইহকাল পরকাল তব,—মনে মনে
এ-ও জানি।—তবু আজ ভাবি ক্ষণে ক্ষণে
আমি নহি একমাত্র রাজ-অধিরাজ
তব হৃদয়ের। শুধু মনে হয় আজ,
সারা বিশ্ব তোমা লাগি ফিরিছে কাঁদিয়া,
যুগ যুগ ধরি তব প্রণয় যাচিয়া ;
বিশ্ব যেন ক্ষণে ক্ষণে উঠিছে নিঃশ্বসি'
তোমা লাগি দিগন্তের অন্তরালে বসি'।

আমারে সরস করো

আমারে সরস করো তব গন্ধ-রসে।
তোমার সৌরভটুকু মদির পরশে
মোর এই চিত্তখানি রাঙাইয়া তোলো।
ঐ যে গুচ্ছ গুচ্ছ গ্রথিত বসন্ত ষোলো
বিরাজিছে তব তনু-পরে,—চিরকাল
আমার পরাণ-মাঝে সায়াহ্ন-সকাল
চির-নব বসন্তের আনুক সংবাদ।
মিটাও এ পরাণের যতো ক্ষুধা-স্বাদ
ভরিয়া এ প্রাণ-পাত্র তব সুধাদানে,
ফাঁকটুকু যেন নাহি থাকে কোনোখানে
আমার নয়নপাতে দাও সে অঞ্জন,
আচম্বিতে নিখিলের যতো লক্ষ জন
অপরূপ হ'য়ে ওঠে। বীভৎস কুৎসিত
বিলীন হউক্ তব সৌন্দর্য্য সহিত।

বিজয়ার আশীর্ব্বাদ

কি বলে' করিবো আশীর্ব্বাদ ? আজ তুমি
লুটায়ে পড়েছ মোর পদপ্রান্ত চুমি,'
কহিতেছ মৌনমুখে—'করো আশীর্ব্বাদ'।
শূন্য নিঃস্বতায় তাহে করে আর্ত্তনাদ
চিত্ত মোর। ভালোবেসে সযতন করে'
রাখিয়াছি গৃহে মম কত যত্ন ভরে
গৃহের সৌন্দর্য্য সম। কত পুণ্য মম—
সবা হ'তে তোমা' পেয়েছি নিকটতম !
যে স্নেহ-আনন্দ ভরে, যে প্রণয় ল'য়ে
অহর্নিশ আছ তুমি এ দীন-আলয়ে,
যে বক্ষে লয়েছ তুমি মোর সুখ দুখ,
শত দৈন্যরাশি,—কোথা মোর সেই বুক ?
আমারে দেবতা ভাবি, এত গর্ব্ব কোথা,
আশীর্ব্বাদ করে' আজ শোনাই বারতা ?

বিরহিণী

কাল রাতে ঘুম হ'তে উঠিলাম জাগি,'
সহসা অন্তর মোর কা'র কথা লাগি'
উঠিলো কাঁদিয়া। চাহিলাম শূন্য পানে,
কে-যেন চাহিয়া আছে করুণ নয়ানে
মোর আঁখি-পানে। মনে হ'ল বিশ্বে এই
যতো ব্যথা উঠিয়াছে প্রতি মুহূর্তেই
যতো বক্ষ হ'তে,—আজ তা'রা সারি সারি
কোন্ এক প্রান্তপারে দেবে বুঝি পাড়ি।
নীলাম্বরী পরি' যেন কোন্ উদাসিনী
চলিয়াছে, যেন এক করুণ কাহিনী।
মনে হ'ল ওর লাগি' বাহিরিবে কবে
মোর ব্যথা?—একে একে চলে' যায় সবে,
আমি শুধু পড়ে রই লয়ে আকুলতা,
বাড়ে শুধু রজনীর তীক্ষ্ণ নীরবতা।

নিজেরে করেছি ঘৃণা

হে ধরিত্রি ! সঞ্জীবনী তব সুধা-দানে
নব শক্তি দাও পুনঃ মম মন-প্রাণে।
তোমারে বেসেছি ভালো সর্ব্ব প্রাণ দিয়া
মোর সুখে দুঃখে ;—তাই আজ মোর হিয়া
ভিক্ষা এক মাগে শুধু—দিয়ে তব সুধা
আবার বাঁচায়ে তোলো মোর রূপ-ক্ষুধা।
তোমারে বাসিয়া ভালো সারা জন্ম ধরে'
জীবনের প্রতি পলে বাসি যেন মোরে।
আজ শুধু অহর্নিশ ভয় হয় মনে—
নিজেরে করেছি ঘৃণা নিজের নয়নে।
বসুন্ধরে, দূর করে দাও এই ত্রাস,
জীবনের মৃত্যুহীন এই মৃত্যু-গ্রাস।
এই ভিক্ষা তব পাশে, হে মোর মৃণ্ময়ি,
নিজেরে করিয়া ঘৃণা ছোট নাহি হই।

কবি-সাথী

বৈশাখ রাত,—ব'সে আছি বাতায়নে,
আমরা দু'জন, কতো কথা মনে মনে।
দখিনা মলয় বহিছে ছাদের পরে,
প্রিয়া মোর কহে বাহুটি আমার ধ'রে,
—'হে মোর পরাণ-প্রিয়,
ঘুমায়ে পড়িলে আমারে জাগায়ে দিও।'

ঘন-ঘোর-ভরা সেদিন বাদল-সাঁঝে,
ঝম্‌ঝমাঝম্ বাহিরে মাদল বাজে ;
বড় মিঠা শীত লাগিছে দোঁহার গায়ে,
কাছটি ঘেঁসিয়া প্রিয়া মোর বসে তাহে ;
—'হে মোর পরাণ-প্রিয়,
ঘুমায়ে পড়িলে আমারে জাগায়ে দিও।'

শরতের রাত,—জ্যোৎস্না উঠেছে ফুটি',
দোর-জানালায় চাঁদ সে পড়েছে লুটি',
ঘরের মেঝেতে ছড়ানো রজত-ধূলি
প্রিয়া মোর কহে আঁখি দু'টি তার তুলি',
—'হে মোর পরাণ-প্রিয়
দুপুর নিশীথে আমারে জাগায়ে দিও।'

প্রে ম ও প্র তি মা

হিমের খবর এসেছে ধরার কোলে,
দেখিতে দেখিতে বেলা যেন যায় চলে' ;
জ্যোছনা মলিন নীহারিকা জল্‌সাতে,
প্রিয়া মোর কহে ঘুম-মাখা আঁখি-পাতে,
—'হে মোর পরাণ-প্রিয়,
গভীর নিশীথে আমারে জাগায়ে দিও।'

কন্‌কন শীত, শব্দ নাহিকো তিল,
থম্‌থম রাত, দুয়ারে লাগানো খিল ;
লেপের ভিতরে আমরা দু'জনে শুয়ে,
প্রিয়া মোর কহে বুক পরে বুক থুয়ে,
—'হে মোর পরাণ প্রিয়,
ঘুমায়ে পড়িলে আমারে জাগায়ে দিও।'

চৈতালি রাত,—মল্লিকা, যূথী, যাথী,
সুরভি-মাতাল,—করে তা'রা মাতামাতি ;
পিক্ মুহুমুহু কুহু কুহু ওঠে ডাকি',
প্রিয়া মোর কহে বক্ষে কপোল রাখি',
—'হে মোর পরাণ-প্রিয়,
ঘুমায়ে পড়িলে আমারে জাগায়ে দিও।'

আমার প্রিয়ার পদ্ম-পায়ের

আমার প্রিয়ার পদ্ম-পায়ের মলের রুনিঝুনি,
কতই ভাবে বাজে তাহা—অবাক হ'য়ে শুনি !
প্রিয়ার পায়ের মল দু' গাছি
থেকে থেকে ওঠে নাচি',—
আমার বুকে দেয় যে দেখা ফুলেরি ফাল্গুনী,
কতই মধুর প্রিয়ার পায়ের মলের রুনিঝুনি !

পল্লীগ্রামের প্রিয়া আমার, নয় কো সহরবাসী,
নুপুর, মল ও পাঁয়জোরে তা'র মন ওঠে উল্লাসি'।
পল্লীগ্রামের প্রিয়া আমার,
বয়স্ হ'লো,—তবু তাহার
কিশোর তরুণ প্রাণটী যে আজ সুরের অভিলাষী !
আমার প্রিয়ার কাণ্ড দেখে' মনে-মনেই হাসি।

কতোই ক'বো প্রিয়ার পায়ের মলের চতুরালি,
শ্যামের বাঁশীর বোল্-বোলা-বোল্ দেয় যে কাণে ঢালি' !
নুপুর কহে—শোন্ ওরে শোন্,
বুঝ্‌তে পারিস্ বাজ্‌না এ কোন্ ?
নয় কো কেবল রুনিঝুনি,—বাজ্‌না নয় এ খালি,
তরুণ প্রাণের অঞ্জলি তা'র দেয় গোপনে ঢালি'।

নুপুর কহে,—ওগো কবি, শোনো আমার বাণী,
বুঝ্‌তে যদি পারো বোঝো কইছি কানাকানি ;
তোমার বধূ, পরাণ-প্রিয়া,
যৌবনে আজ কাতর-হিয়া,
সরম লাগে আজকে তাহার কইতে সকল বাণী,
নুপুর হ'য়ে তাই তো গাহি তাহার ব্যথাখানি।

প্রাণখানি তা'র ভরপূর আজ তোমার আরাধনে,
তাহার হ'য়ে তাই তো আজি কাঁদি নিরজনে।
সুখের বেলায় হেসে ছুটি,
দুখের বেলায় কেঁদে উঠি,
কান্না আমার, হাসি আমার, বোঝে গো কয় জনে
রাত্রি-দিবস গুম্‌রে মরি আমার আপন মনে।

নাক সিট্‌কে থেকো নাকো, ওগো সহরবাসী,
সভ্যতার-ই বন্যা এসে সব দিলো গো নাশি'।
আমি জানি কতই মধুর
আমার প্রিয়ার পায়ের নুপুর !
কাজের ফাঁকে নুপুর কহে বচন রাশি রাশি,
দুই-চারিটি কথা তাহার কহিতে আজ আসি।

আমার প্রিয়ার পদ্ম-পায়ের

রাত-বারোটা, আহার শেষে শুয়ে আছি ঘরে,
তন্দ্রা-বশে শুনি আমি—নুপুর কেঁদে মরে।
নুপুর কহে,—ঘুমিও নাকো,
একটু ওগো জেগে থাকো,
জেগে থাকো লক্ষ্মী আমার,—ঘুমোও কেমন করে'?
খাওয়া সবার চুকে' গেলেই যা'বো তোমার ঘরে!

কানের পাশেই নুপুর তোলে করুণ সুরের হাওয়া,
ঘন-ঘন দোরের পাশে করে আসা-যাওয়া!
দোরের পাশে কোন্ নিরালায়,
নুপুর বাজে কিসের খেলায়?
চম্‌কে দিয়ে থম্‌কে দাঁড়ায়!—এম্‌নি গোপন গাওয়া!
নুপুর বলে—আর দেরী নেই, স্বর্গ যা'বে পাওয়া।

হয় তো নিঝুম দুপুর বেলায় বা'ইরে' ঘরে আছি,
হঠাৎ শুনি নুপুর বাজে কোথায় কাছাকাছি।
বড়ই মধুর তাহার ভাষা,—
দেয় যেন গো কিসের আশা?
স্বপন আমার নয় দুরাশা!—কয় যে সোজাসুজি।
নুপুর কহে গোপন কথা—সব কথা তা'র বুঝি।

সকাল বেলায় রান্নাঘরে সবাই আপন-হারা,
মা-পিসী-বোন্ ব্যস্ত সবাই স্কুলের ভাতের তাড়া।
হয় তো সেথায় দাঁড়াই গিয়ে,
নুপুর বলে ঝুন্ঝুনিয়ে,—
ওগো এখন সরো তুমি, দাও গো এখন ছাড়া,
কেমন ভাবে কাজ করি গো, ঠায় যদি রও খাড়া ?

আমার প্রিয়ার নুপুর দুটির এম্নি গোপন বাণী,
কেও বোঝে না,—বুঝি আমি, বোঝে আমার রাণী।
যখন যেমন সময় মতো,
নুপুর কহে বাণী কতো !
নুপুর মোদের মিলন-দূতী,—সব কথা দেয় আনি',
গুরুজনের মাঝখানেতেই গোপন কানাকানি !

আমার প্রিয়ার পদ্ম-পায়ের মলেরি ঝঙ্কার—
ঘোচায় আমার পুরুষ মনের সকল অহঙ্কার !
নুপুর কহে—তোমার বধূর
পা দু'টি এই বড়ই মধুর !
যেম্নি নিটোল তেম্নি কোমল, কি ক'বো গো আর-
নুপুর কহে কতোই কথা—শুন্ছি পরিষ্কার !

পাঁয়জোরে জোর্ বাজ্‌না বাজে, বাজ্‌না কানে আসে,
তাই তো প্রিয়ার পা দু'খানি পরাণ ভালোবাসে ;
কোথায় শোভে নিটোল পাহাড়,
সুধার সায়র কোলে যাহার ?
কোথায় সুগোল রূপ-শতদল লুকিয়ে কেবল হাসে,—
সন্ধানী ওই নুপুর তাহা কহে আমার পাশে !

একটু খানি গোড়ালি তা'র দেখিয়ে নুপুর কহে—
তোমার চোখের অন্তরালে কী রূপ হেথায় রহে।
হাতীর দাঁতের মতন নিটোল
হাতীর দাঁতের মতন সুগোল,
কমল-কোমল ঊরুর নিচোল যৌবনে আজ দহে।
আনন্দে আজ বেহুঁস হ'য়ে মদালসে রহে !

প্রেম-আরতির ভজন ওঠে ও চরণ-মঞ্জীরে,
শুন্‌ছি আমি আন্‌মনা হায়, প্রেমানত শিরে !
প্রিয়ার কমল পা দু'খানি,
আমার কাছে স্বর্গ জানি ;
আমার মনের সব কামনা কেবল ঘুরে ফিরে,
জাগে ওগো, জাগে ওর ঐ পা দু'খানি ঘিরে।

বিদ্যা আমার, ধর্ম্ম আমার, বিকিয়েছি সব হায়,
জ্ঞান-গরিমা সব ঢেলেছি ওই দুটি ওর পায়!
এই এ সুঠাম পায়ের কাছে,
এমন মধুর আর কি আছে?
দুধে-আল্‌তার রং খেলে যায় কুঙ্কুমেরি ঘায়!
হৃদয়-জয়ী পা দু'টি তার রূপের গরিমায়!

আমার প্রিয়ার সোনার দেহে কতই অলঙ্কার,—
কোথায় কাহার আস্তানা হায়, খোঁজ রাখি না তার!
আমি গো আজ জানি কেবল,
প্রিয়ার পায়ের দু' গাছি মল ;
বড়ই মিঠে খাম্‌-খেয়ালি আচম্‌কা ঝঙ্কার!
দিন্‌-দুপুরের মাঝ্‌খানেতেই ঘটায় অভিসার!

আমার প্রিয়ার পদ্মপায়ের মলের রুনিঝুনি,
কতই ভাবে বাজে তাহা—অবাক হয়ে শুনি।
প্রিয়ার পায়ে কী মধু রয়,
মল দু'টি তা' সঙ্কেতে কয়!
বক্ষে আমার ব'য় যে গো হায়, সুরের সুরধুনী!
বড়ই মধুর প্রিয়ার পায়ের মলের রুনিঝুনি!

প্রেম ও প্রতিমা

বাহুতে হ'বে না বন্দী

গোধূলির লগ্নশেষে ধরিত্রীর বক্ষে যথা তিমিরের নিঃশব্দ সঞ্চার,
রজনীর শেষ অঙ্কে অনুচ্চার সমারোহে পূর্ব্বাচলে জাগে যথা রবি,
কিশোরীর বক্ষমাঝে ইঙ্গিতের ভরে যথা জেগে ওঠে কাম ক্ষুরধার,
তেমনি আমার মনে আপনি ভাসিয়া ওঠে ওই তব কমনীয় ছবি।
ভুলে যাবো ভুলে যাবো, যত ভাবি ভুলে যাবো, ভুলে যাবো ও মুর্ত্তি তোমার,
ভুলিতে পারি না আমি! ভোলা কি সহজ কথা ও অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-করবী?
আমার এ রূপ-ক্ষুধা প্রচণ্ড পিপাসা এ যে মায়ামরু মৃগ তৃষ্ণিকার,—
তোমার সৌন্দর্য্যে আমি অন্ধ-আঁখি,—তাই আমি নব নব সৃষ্টির গরবী!

তুমি তো জানো না, হায়, নিজেরে হারায়ে আমি হ'য়ে আছি শুধু তোমাময়,
আমার মুহূর্ত্তগুলি তোমার মধুর নামে বিরহ-বিধুর, স্ফুরমান;
দিন-ভোর শান্তি নেই, রাত্রি-ভোর নিদ্রা নেই, আনন্দের নেই যে সময়,
তোমার ধ্যানের ছন্দে স্পন্দিত হইয়া নিত্য আজ আমি রচি তব গান।
ধ্যান-কৃশ তনু মোর তোমার রূপের স্বপ্নে প্রেমানন্দে হয়েছে চিন্ময়,—
বাহুতে হ'বে না বন্দী, ছন্দে আমি আঁকি তাই রূপ তব অক্ষয় অম্লান॥

একটী সে নারীদেহ

তোমারে বেসেছি ভালো একান্ত আপন মনে হৃদয়ের অনন্ত গহনে,
তোমার ও মূর্ত্তি, সখি, বারেবারে ভুলিবারে চেষ্টা আমি নিত্য করি বৃথা,
প্রতি দণ্ড প্রতি পল তব স্মৃতি অবিচল জাগিয়া রহে যে দেহ-মনে,
গোপন অন্তরে মোর ধ্বনিত হও যে নিত্য, সুবিচিত্রা প্রজ্ঞাপারমিতা!
তোমারে বেসেছি ভালো, এ-কথা জানে না কেহ, জানে নাকো বিশ্ববাসীজনে,
তুমিও জানো না হায়, কেঁদে কেঁদে কে কোথায় রচিতেছে মরণের চিতা,
অন্তরে লুকায়ে রেখে উত্তপ্ত আশ্লেষ ভরে ভাবে নিত্য স্তব্ধ ধ্যানাসনে
তোমার কুমারী মূর্ত্তি,—কি দারুণ শাস্তি সে যে! হে মোর দীপ্তা অপরিচিতা!

তোমারে বেসেছি ভালো, এ-কথা তুমিও সখি, স্বপনেও জানিবে না কভু,
তবুও গোপনে হায়, বাঁচায়ে রাখিতে হ'বে সবা'র মনের অন্তরালে;
এমনি নিঃসঙ্গ হ'য়ে মনেরে বঞ্চনা করি' স্পর্শসুখ পেতে হ'বে তবু,—
একটী সে নারীদেহ,—তিল তিল রেখা তা'র বিচ্ছুরিত দিক্‌চক্রবালে।
কল্পনা-রোমাঞ্চ-সুখে মনের মুকুরে মোর অপরূপ অপূর্ব্ব সে নিধি
সন্ধ্যার আমেজ সম অলক্ষিতে ঘিরে র'বে রন্ধ্রহীন আকাশ পরিধি॥

তোমার ও বরতনু

তোমার ও বরতনু প্রস্ফুটিত পদ্ম যেন, রূপে আমি মুগ্ধ হ'য়ে রই,
দূর হ'তে ঘ্রাণ ল'য়ে ফিরাইয়া লই মুখ, আঁখি মুদি অলস আকুল ;
তোমার ও দেহ-পদ্ম দেখি আর শ্বাস রুধি কামনাকাতর যতো হই,
নিমেষের তরে শুধু সসঙ্কোচে দেখে লই রাঙা গাল, ঠোঁট আর চুল।
তোমার ও রূপ হেরি' মনোমাঝে কেঁদে ওঠে সলজ্জিত প্রথম প্রণয়ী,
কুণ্ঠিত ও তনু ঘেরি' অমেয় রহস্য কতো ভেবে মন বেদনা-আকুল ;
তোমার তনুর ছন্দে আমার বেসুরা প্রাণে দু-চারিটি সুর গেঁথে লই,
তুমি যবে অন্‌মনা একান্ত নিকটে এসে ছুঁয়ে যাও আল্‌তো আঙুল।

হয়তো কখনো তুমি শুধু মুহূর্ত্তের তরে মোর পানে হাসিমুখে চাও,
অঙ্গের সুবাস ঢালি' দু-চারিটি কথা ক'য়ে সহজে যাও গো কভু চলি,
তুমি তো জানো না সখি, তোমার দেহের স্বাদ পিছনে রাখিয়া তুমি যাও,
আমি তাহা বহুক্ষণ সুখে করি আস্বাদন, শিহরণে পড়ি আমি ঢলি'।
স্পর্শের তরঙ্গগুলি পিছে যাহা ফেলে যায় সুন্দর সুডৌল তনুখানি,—
অগাধ রোমাঞ্চসুখে আমি তাহে করি স্নান, স্পর্শ-স্নিগ্ধ অবশ পরানি ॥

সামান্য নারীর মতো

সামান্য নারীর মতো তুমিও পাতিবে ঘর, হ'বে জায়া, ললিতা প্রেয়সী,
তোমার ও স্বর্ণতনু স্বর্ণমূল্যে বিকাইবে পুরুষের পরশপীড়নে,
সৃজন-আনন্দ-রসে কুমারীর মণিবন্ধ খসিবে সলজ্জ শিহরণে,—
তবুও ভাবি যে আমি,—তুমি দেবী, কাব্যলক্ষ্মী, অসামান্যা, মহামহীয়সী !
তোমারে পাবো না কভু, দুঃখ তাহে নাহি কিছু, হে অস্পৃশ্যা সুন্দরী শ্রেয়সী,
এই যে গোপন জ্বালা সহিতেছি তনু-মনে, প্রতি পলে, প্রতি ক্ষণে ক্ষণে,—
তাতেও নাহিকো দুঃখ, ম্লানমুখে স'য়ে র'বো অভ্রভেদী আত্মবিসর্জ্জনে,—
তোমার ও নাম-মন্ত্রে সৃজি' ল'বো মহাতীর্থ—মহাকাল অনন্তবয়সী ।

এই দুঃখ শুধু মনে,—তব দেহ-পদ্ম-মধু অপরে করিবে আস্বাদন,
সামান্য নারীর মতো তুমিও পাইবে সুখ আপনারে করি' অর্ঘ্যদান ;
আমার অদেখা তনু অপরে দেখিবে খুঁটি' প্রতি অনু করি' উদ্ঘাটন,—
আমার সে মহাতীর্থ আমি যা' পূজিবো নিত্য কামনার কেলি পুষ্পোদ্যান !
এ দুঃখ কাহারে ক'বো, আমার নীরব স্তব একান্ত অক্ষম অসহায়,
কোথাও কাহারো মন বিপুল বিরহ সহে' র'বে না সজাগ প্রতীক্ষায় ॥

সে প্রথম রজনীতে

আমার এ ভীরু আঁখি, এ ভীরু চাহনি না কি তোমারে করায় রাঙামুখ,
এ দৃষ্টি অসহ্য লাগে—তাই তব গাল দু'টি হ'য়ে যায় সুচির ডালিম,—
সে-প্রথম রজনীতে রুদ্ধশ্বাস আলিঙ্গনে হ'বে নাকো লজ্জায় লালিম,
পলকে পলকে যবে চুম্বনে ভরিয়া যা'বে ঠোঁট, গাল, চোখ, গলা, বুক ?
আমারে দেখিয়া তুমি অঞ্চল টানিয়া দাও, দেখে মোর লাগে যে কৌতুক,
এ-হাত যদিও কভু ভুলেও করে নি স্পর্শ শাড়ী তব মেঘ্‌লা-ম্লানিম,
সে-প্রথম রজনীতে লজ্জায় যা'বে না মরে'—লজ্জা তব আতীব্র আদিম,
তোমার ও দেহ হ'তে শ্লথ হ'য়ে যা'বে যবে অবশিষ্ট শেষ শাড়ীটুক্ ?

সেদিন সন্ধ্যায় যবে এসেছিলে একা তুমি নগ্নপায়ে ভবনে আমার,
সেই পদ্ম-কলি সম শুভ্র পা দু'খানি হেরি' আঁখি হ'লো তৃষার্ত্ত চাতক,
মোর অন্ধ দৃষ্টিতলে তুমি রাঙা হয়েছিলে,—আমি ভাবি এ লজ্জা তোমার
কেমনে রাখিবে বেঁধে দুই দেহ-তটে যবে উথলিবে যৌবন-উদক ?
পেলব পুলকে সখি, উত্তীর্ণ হইবে যদি কামনার উজান সাগর,
আমার নিশ্বাস লেগে কাঁটা হ'য়ে ওঠে কেন ঘাড়ে তব সূক্ষ্ম লোম-থর ?

তোমরা দু'জনে যবে

আজ আমি ভাবি মনে, ভাবি শুধু অহরহ সেই তমো রজনীর কথা,
ভাবিতেও ভয় লাগে, বুকেতে আষাঢ় জাগে, জলে কাঁপে দু'টি ভীরু আঁখি ;
সেদিন আসিবে সত্যি ? সত্যই দেখিতে পা'বো জীবনের এত বড় ফাঁকি ?
চুপ করে' দেখে যাবো, দেখিয়াও বেঁচে র'বো, স'য়ে যা'বো এত বড় ব্যথা ?
তোমরা দু'জনে যবে ভুঞ্জিতে উৎসুক র'বে অঙ্গে অঙ্গে মিলন-গাঢ়তা,
দু'টি দেহ-পাত্র ভরি' মদিরা করিবে পান বুকে বুক ঠোঁটে ঠোঁট রাখি',
নিবিড় মিলন সেই, সে মিলন-আবেশেই দু'জনে কাঁপিবে থাকি' থাকি',
তখন অভাগা আমি সারা রাত কেঁদে কেঁদে দেখিবো চাঁদের উলঙ্গতা।

তোমরা দু'জনে যবে নিবিড় সান্নিধ্য-সুখে নিদ্রাহীন সারাটি রজনী,
অধরে লোলুপ ক্ষুধা, বুকেতে আনন্দ-বহ্নি, কামনা-কাজল আঁখি-পাতে,
হায় সে মিলন-যামী,—তখন কোথায় আমি ? মাঠে বসে' তারাগুলি গণি,
তব দেহ-গন্ধ স্মরি' তব মধু নাম করি' মন্ত্রসম জপিবো সে-রাতে।
সে-রাত আসিবে যবে, এ-প্রাণ বাঁচিয়া র'বে ? মৃত্যু কি হ'বে না তা'র আগে ?
আমার সে চাঁদমুখ উচ্ছিষ্ট হইয়া যা'বে,—ভাবিতেও মনে জ্বালা লাগে ॥

কী দুঃখ দিলে যে তুমি

কী দুঃখ দিলে যে তুমি,—ওগো প্রিয়া, নিঠুরিয়া, ওগো মোর শ্যামলিয়া মেয়ে,
এ-জন্মের মতো, সখি, মোর কাছে র'বে তুমি একখানি দীপ্ত তরবারি,
নিষ্ঠুর আঘাতে তা'র ছিন্ন আমি, আর তুমি মুক্তকোষ স্বচ্ছন্দবিহারী,
বেদনার জ্বালা-স্পর্শে আমার এ তনু-মন অকালে জরায় দিলে ছেয়ে।
অর্‌ফ্‌ স্‌ পেয়েছিলো ফিরে' তা'র উরিডিস্‌ প্রেমোন্মাদ গানখানি গেয়ে,
কুটীল-কপোল প্লুটো পারেনি রাখিতে ধরে' দুই চোখে উচ্ছ্বসিত বারি ;
মর্ম্মর-মসৃণ মৃত গ্যালাটিয়া লভেছিলো উষ্ণতনু প্রাণখানি তারি,
পিগ্‌ম্যালিয়ন্‌ সেও পেয়েছিলো ঈপ্সিতায় অনিমেষে তা'র মুখে চেয়ে।

রোসেটি-সিডল্‌, আর ট্রিস্‌ট্রাম্‌-আইস্যুল্ট্‌, জুড্‌-সিউ, পেটরার্ক-লরা,—
ইন্দ্রজাল-কথা শুধু ? কল্পনা-মলিন জন্ম, চারু গাথা ললিতা অসতী ?
মধ্যরাত্রে মন্ত্রসম বৃথায় কি জপি তব মধুক্ষরা নাম একাক্ষরা,
গ্যালাটিয়া সম তুমি পূর্ণ করিবে না কভু আমার এ নিঃশব্দ আরতি ?
তোমারে দেখিবো শুধু স্ফার্সি সম সর্ব্বনাশী, নির্ম্মম নিষ্ঠুর কুহেলিকা,—
লিয়েণ্ডার-তিতিক্ষায় কোনো রাতে হিরো সম হ'বে নাকো নেপথ্য-নায়িকা ?

যেখানে যে-পথ দিয়ে

যেখানে যে-পথ দিয়ে তুমি গেছ, চলিয়াছ ফেলি' তব পদ্ম পা দু'খানি,
তোমার অবর্ত্তমানে সেখানে দেখি যে নিত্য তনু তব নতাঙ্গ সুন্দর,
যেখানে দাঁড়ায়ে তুমি কয়েছো দু' চার কথা,—কথা নয় মুক্তার নির্ঝর,
সেখানে দাঁড়ায়ে আমি শুনি প্রতিধ্বনি তা'র,—তুমি তাহা ভুলে গেছ জানি।
যেখানে যে-পথ দিয়ে তুমি গেছ, দেখি সেথা সরস্বতী, সশরীরা বাণী,
যেখানে ফেলেছ পদ—সেখানে দেখি যে শত শতদল শুভ্র থরেথর,—
আমিও মনের ভুলে সেই পথে চলে' সখি, পাই তব পায়ের আদর,
নিরালা সন্ধ্যায় সেথা তব নাম ডেকে ডেকে তব সাথে করি কানাকানি।

কয়েছো যে-সব কথা নক্ষত্রের মতো তাহা মোর কাছে চির জ্যোতিষ্মান,
তোমার মুখের বাসে সুগন্ধ-নন্দিত তাহা অপরূপ স্নিগ্ধ গন্ধবহ,—
পৃথিবীর অভিধানে তেমন মধুর বাক্য খুঁজে আমি পা'বোনা সন্ধান,
সে-সব কথার ধ্বনি চিরদিন ক'রে র'বে শ্রুতিমান্ আমার বিরহ।
তোমারে পা'বো না কভু, শুধু এই কথাগুলি জীবনের নিঃসঙ্গ সম্বল,
তোমার কথার স্পর্শে তোমার মুখের মধু পান করে' হই যে বিভল॥

তুমি যবে তা'র সাথে

তুমি যবে তা'র সাথে সুবিস্তীর্ণ প্রেমস্বর্গ সঙ্গোপনে করিবে রচনা,
সান্নিধ্য-রোমাঞ্চ-হর্ষে ঢালিবে শিহর-মদ্য সুখ-ঘন বুক হ'তে বুকে,
পরিপূর্ণ অন্ধকারে রুধির-সাগর যবে ছুটিবে সঙ্গম-অভিমুখে,—
মৃত্যুর মমতা সম তোমারে ঘিরিয়া র'বে আমার এ অনন্ত বেদনা।
স্তব্ধরাতে মৃদুস্বরে গুঞ্জরিবে কানে তব কামতপ্ত প্রেমের বন্দনা,
বক্ষে তা'র মুখ গুঁজি' কদম্বকেশর সম শিহরিবে তুমি যবে সুখে,—
প্রতিদিন ম্লানমুখে যে-ব্যথা এসেছি সহে', গোপনে লালিত যাহা দুখে,
একটি নিশ্বাস হ'য়ে সে ব্যথা তোমারে হায় মাঝরাতে করিবে উন্মনা।

হয়তো বিকালে কভু নিবিড় কুন্তলরাশি এলাইয়া জানালার পাশে
রাত্রিগুলি মনে করি' চিকুরে চিরুণি দিবে,—ঘনচুলে অন্ধকার ঘর,
বিরাট্ স্তব্ধতা ল'য়ে অন্ধকারে অঙ্গ ঢাকি' দাঁড়াইবো শীতল নিশ্বাসে,
সীমন্তে সিন্দূর দিবে, হৃৎরক্তে আমি তাহা করে' দিবো আরো যে সুন্দর!
তোমার তনুটি যবে আনন্দে কাঁপিতে র'বে তাহার জানুর বেষ্টনীতে,
আমার ক্ষীণায়ু-দীপ নিবাইবো নিজ হাতে—সেই সে সুন্দর রজনীতে॥

কত বড় ভাগ্য তব

কত বড় ভাগ্য তব—তুমি যাহা নহ কভু, আমি তাহা ভাবি মনে মনে,—
তুমি নারী লোক-চক্ষে, মোর ধ্যানে তুমি দেবী, মোর গানে তুমি লক্ষ্মী সমা,
শরীরসর্ব্বস্ব হ'য়ে অপরের মনোরমা,—অশরীরী তুমি মোর রমা,
তোমারে পা'বো না ব'লে তুমি মোর চিরদিন, তুমি মোর চির-সঙ্গোপনে।
আতীব্র আশ্লেষ-ভরে চুম্বনে চঞ্চল হ'য়ে অন্ধ যবে তোমরা দু'জনে,
তোমার কেশের গন্ধে বেদনার বেদী গড়ি' পূজি আমি দেবী নিরুপমা ;
মানব-আলয়ে যবে নবোঢ়া বধূটি হ'তে ক্রমে তুমি জীর্ণ প্রিয়তমা,
মোর ওষ্ঠে তব নাম উচ্চারিয়া তারা হ'য়ে ভরে' যাবে নিশীথ গগনে।

একটি ভবনে তুমি কারারুদ্ধ, মোর কাছে চির-মুক্ত উদাসী আকাশে,
তোমার দেহটি দেখি নব-শ্যাম শষ্প পরে, আঁখি তব দীঘির অতলে,
তোমার কথা যে শুনি রোমাঞ্চিত অন্ধকারে, নাম তব ভোরের নিশ্বাসে,—
আমার অনন্ত দুঃখ বেদনায় রাঙা হ'য়ে দিবসের চিতা হ'য়ে জ্বলে।
আমার অন্তর হায়, তোমার পায়ের কাছে অহর্নিশ মাথা কুটে মরে,
তোমার বিরহ-মেঘে আমার পৃথিবী আজ অশ্রুর আষাঢ় হয়ে ঝরে ॥

একটী সে মেয়ে ছিলো

প্রথম সন্তান মা'র— দুই বছরের শিশু মা'র কোল গেছে সে যে ছাড়ি',
বহুবর্ষ হ'লো তাহা—আজ তা'র ছ'টি ছেলে প্রৌঢ়প্রায় গুম্ফশ্মশ্রুময়,
প্রথম সন্তান সেই মা'র কাছে আজো যথা চিরশিশু, আর কিছু নয়,
সেই দু'টি বর্ষ সেথা চির-রুদ্ধ স্তব্ধীভূত,—সেই মতো তুমিও আমারি।
জানি আমি, তনু তব আজ যাহা কৃশ শুভ্র,—কী সুন্দর কহিতে না পারি,—
হ'বে তাহা মেদ-স্ফীত, সমুদ্রের সম বক্ষ হ'য়ে যা'বে ক্ষীণ জলাশয়,
মুখের পবিত্র আলো হ'বে দূর, র'বে নাকো আরক্তিম বাঁকা ওষ্ঠদ্বয়,
তথাপি, আমার কাছে এই মতো চিরদিন র'বে তুমি অক্ষত কুমারী।

তোমারে যেমন আজ দেখিতেছি, চিরদিন এই ছাঁচে পা'বে তুমি সীমা,
মোর কেশ হ'বে শুভ্র, দেহ হ'বে লোলচর্ম্ম—তুমি মোর চির-উপাসনা,—
একটী সে মেয়ে ছিলো, যে মোরে কাঁদায়েছিলো—তনু যা'র চাঁদের গরিমা,-
বহু বর্ষ পরে যা'য় কোন্ দূর তীর্থদেশে ভেবে ভেবে হইবো উন্মনা।
মন্দিরে দাঁড়ায়ে আমি ভুলিয়া পাথর-মূর্ত্তি দেখিবো সে মেয়ের প্রতিমা,
হয়তো তুমিও সেথা ক্ষীয়মান্ র'বে পাশে, তোমারে চিনিতে পারিবো না॥

রাহুর প্রেম

রাহু যেদিন পড়্‌ল ধরা স্বর্গেতে,
অশ্রু-ফোঁটা কারো চোখে পড়্‌ল কি ?
তার রোদনের বেদন-ছায়ে ঘর পেতে
চোখের জলের আল্‌পনা কেও গড়্‌ল কি ?
মৃত্যু-সমান চোর-অপরাধ,—তার তলে
হৃদয়-ভরা প্রণয় কতো জান্‌তো কে ?
দোষ দিয়েছে সবাই মিলে সরগোলে
বিদ্রোহী সে বিপথ-গামী ভ্রান্তকে।
কেউ কি সেথায় ছিল যেজন ধীর ভরে
একটু খানি ভেবেছিল তার কথা ?
কেউ বুঝেছে নয়ন-জলের নির্ঝরে
রাহুর প্রেমে লুকিয়ে বেড়ায় কোন্ ব্যথা ?
রাহুর চোখে দিবস-রাতি বয় ধারা,
বাঁশীর সুরে কাঁদন তা'রি উঠ্‌ছে গো !
মিলন-কাতর হৃদয় কারো দেয় সাড়া ?
তা'রি তরে কান্না কি কার ছুট্‌ছে গো ?
বড়ই ভীষণ রাহুর প্রেমের টান্ না কি,
দোসর হৃদয় অশ্রু ঝরায় কোন্ লাজে ?
মর্ত্ত্যবাসী ! কাঁদ্‌তে পারো কান্না কি,
রাহুর প্রণয় চিরতরেই একলা যে !

এই লেখকের লেখা

সাগরিকা (প্রথম খণ্ড)
সাগরিকা (দ্বিতীয় খণ্ড)
সাগরিকা (তৃতীয় খণ্ড)
পরীরাণী
রক্তনচূর
অজ্ঞাত দেশ
কাজল-রেখা
চম্পা-দ্বীপ
যমে-মানুষে
চীতা, বা বোর্ণিওর জঙ্গলী মেয়ে
আফ্রিকার বনে-জঙ্গলে
চোর-চূড়ামণি
ম্যাক্সিম্-গর্কি (সমালোচনা)
মাদার ইণ্ডিয়া (ঐ)
প্রেম ও প্রতিমা (কবিতা)
দেবতার মৃত্যু (কবিতা)

Mr. Das is a distinguished alumnus of our University, and প্রেম ও প্রতিমা is a remarkable publication of his. The sheaf of luscious lyrics included in this dainty volume may be called a cycle of romance, delineating point by point the first love of a Bengali girl with all her fine fantasies, moods and attitudes. The young poet has entered with a gusto into the inner chamber of her mind and with a fine brush depicted a life-size portrait of a typical Damozel of our province. The easy rush of the lines, the various inset pictures of the cycle of romance, the heavy perfumed atmosphere of the stanzas, the *lacrimae rerum* in some of the touching moods, the purely physical charm of the girl, and the majestic grace of some of the fourteen-liners, —all make up an agreeable intellectual repast, at once pleasing and stimulating. The robust and rounded beauty of an unsophisticated village-bred girl weaves a silken spell round our mind and finds an echo in our soul. প্রেম ও প্রতিমা is undoubtedly a rich contribution to our ever-growing poetic literature.

—অধ্যাপক

মোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়, এম-এ